বিশ্বের একমেরুকরণ ঃ সার্বভৌমত্ব ও সংস্কৃতির সংকট

হীরেন ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক বিশ্বটা এতকাল ছিল দ্বিমে(বিশিষ্ট। তার এক মে(তে ছিল সমাজতন্ত্র। অন্য মে(তে সাম্রাজ্যবাদ। সমাজতন্ত্রের মে(শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, সাম্রাজ্যবাদের মে(শীর্ষে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে রাজনৈতিক বি(্বের ছবিটা পাল্টে গেল। ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদের দিকে।

এহেন পরিস্থিতিতেই উল্লসিত বিশ্বায়নবাদীরা একমে(বিশ্বের কল্পনায় মেতে উঠেছে। তারা স্বতই মনে করছে সোভিয়েতের অনুপস্থিতিতে লগ্নিপুঁজির বিশ্বে - বিস্তারে আর বিশেষ কোন বাধা রইল না। সাম্রাজ্যবাদী বি(্বায়নের পথ এবার নিরঙ্কুশ হোলো। কিন্তু না, নিরঙ্কুশ বলাটা বোধহয় ঠিক হল না, কেন-না লগ্নি - পুঁজির বিশ্ব - বিস্তারের পথে এখনো একটা কাঁটা রয়েই গেল, তা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির (বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির) সার্বভৌম (মতা। অতএব আক্রমণের অভিমুখ ঘুরে গেল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম শক্তি(র দিকে।

রষ্ট্র (মতা সঙ্কোচনের জন্য বিশ্বায়নের পান্ডাদের হাতে প্রধানত দুটো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে, প্রথমটি অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি সামরিক। অর্থনৈতিক - আয়ুধের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই. এম. এফ), বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতি। Lasso -র ফাঁস ছুঁড়ে ঘোড়া - শিকারিরা যেমন বুনো ঘোড়াকে কব্জা করে তেমনি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রভুরা বিশ্বব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ ইত্যাদির থেকে ঋণের ফাঁস ছুঁড়ে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি(কে কব্জা করছে। কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণ করে খাতক রাষ্ট্রগুলির অবস্থা হচ্ছে দাদন খাওয়া চাষীদের মতো। দ্বিতীয় আয়ুধ হল স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর সামরিক হস্ত(েপ। Lasso-র ফাঁসে যে ঘোড়াগুলিকে ধরা যাবে না তাদের জন্য সামরিক ব্যবস্থা। আর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পৃথিবীর সামনে যে কোনো মিথ্যা অজুহাত উপস্থিত করা। যেমন লাদেনকে খোঁজার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ প্রচেষ্টা, কিংবা গণবিধ্বংসী অস্ত্র খোঁজার অজুহাতে ইরাক আত্র(মণ ইত্যাদি।

এসব কথা খুব সবিস্তারে বলার প্রয়োজন বোধ করি বর্তমান আলোচনায় নেই। আজকের বিশ্বে যাঁদের চোখকান খোলা আছে তাঁদের কারো কাছেই এসব বিষয় অবিদিত আছে বলে মনে করিনা। তবু সং(েপে একটু বলতেহল তার কারণ আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামে সার্বভৌমত্বের সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার এখানে প্রধান আলোচ্য হচ্ছে সংস্কৃতির সংকট। আপাতদৃষ্টিতে কারো মনে হতেপারে পুঁজির বিশ্বায়ন একটিআর্থ - রাজনৈতিক বিষয়, তার মূল ল(্য হচ্ছে লগ্নি - পুঁজির অবাধ বিচরণের পথকে নিষ্কন্টক করা, কাজেই অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম অস্তিত্বকে সে আত্র(মণ করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃতি তো পূর্ণাঙ্গভাবে কোনো আর্থ, রাজনৈতিক বিষয় নয়, তবে কেন বিশ্বায়নের প্রভুরা আমাদের সংস্কৃতিকে আত্র(মণের ল(্যস্থল করে তুলছে ? এই প্র(্বের সদুত্তর খোঁজার জন্যেই বর্তমান এই আলোচনার অবতারণা।

আলোচনার শু(তেই বলে নিতে চাই যে, একথা যদিও সত্য যে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সমার্থকনয়। সমার্থক নয় বলেই এদের অভিধা স্বতন্ত্র। কিন্তু এর অর্থ নয় যে অর্থনীতি এবং রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন তো নয়ই বরং এ তিনটি বিষয় কার্য - কারণগত ভাবেই পরস্পর সূত্রবদ্ধ। সব কিছুর মূলে রয়েছে মানুষের জীবনধারণ প্রত্রি(য়া। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বলতে মানুষের এই জীবন ধারণ- প্রত্রি(য়াকেই বোঝায়। এই অর্থনীতির প্রত্য(প্রতিফলন হচ্ছে রাজনীতি (মার্কস)। আর এই আর্থ - রাজনৈতিক অস্তিত্বের পরো(প্রতিফলন ঘটে মানুষের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও জীবনচর্চায় (এঙ্গেলস্)। সংস্কৃতির (ে্রে অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলনটা পরো(হওয়ার জন্যে অনেক সময়েই উভয়ের যোগাযোগ বা কার্যকারণ সম্বন্ধটা আমাদের চোখে পড়ে না। ধ(ণ একটি কবিতা পড়লাম। কবি টেনিসনের কবিতা।পড়ে মনে হল এতে অপূর্ব শব্দচয়ন ও বাগ্‌বিন্যাস সত্বেও কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম শূন্যতার (Vacuity-র) হাহাকার শুনতেপাই। তারপরেই দেখতে পাচ্ছি রসগ্রাহী সমালোচক বলছেন -- কবি টেনিসন শেষ পর্যন্ত সুন্দরের উৎস সন্ধানে যাত্রা করে প্রাচীন যুগে গিয়ে পৌঁছেছেন (“He had made poetry a description of a beautiful and antique world…”)। কাব্যপাঠের এইব্রন্দ্বব্দব্ধড়ন্দ্বব্ধনন্তু উপলব্ধি থেকে চট্‌জলদি তার নেপথ্যের আর্থ -রাজনৈতিক উৎসকে ধরতেপারা খুব সহজ নয়। স্বতই মনে হয় এ কোনো অর্থনীতির প্রতিভাস নয়, এ কবির বেদনা বিধুর মানস উপলব্ধির শিল্পিত প্রকাশ। অথচ সত্য এই যে টেনিসনের কালে (১৮৩০-৩৩) ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের (ে্রে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট (The First capitalist crisis) গোটা সমাজটাকেই বিপর্যস্ত করেছিল তারই অভিঘাতে কবি “deliberately closed his eyes to the ugly industrialism in his own century” (sir Ifor Evans)।

সংস্কৃতি (ে্রে অর্থনীতির এই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উধর্বায়ন এটাকে ধরতে না পেরেই অনেকে বলেন --- সংস্কৃতি কোনো আর্থ - রাজনৈতিক বিষয় নয়।

কাজেই অর্থনীতি, রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি পরো(ভাবে অবশ্যই সূত্রবদ্ধ এবং শুধু সূত্রবদ্ধই নয় সংস্কৃতি সমাজের আর্থ- রাজনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রভাব বিস্তারকারী একটি সত্রি(য় শক্তি(ও বটে। এ শক্তি(কে খাটো করে দেখা যায় না। প্রসঙ্গত ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রণিধানযোগ্য উক্তি(টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তিনি লিখেছেন--- রাজনীতি আইন, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিকাশধারার উপরেই নির্ভরশীল বটে, কিন্তু এরা সকলেই পরস্পরের উপরে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। একথা ঠিক নয় যে অর্থনৈতিক অবস্থানই একমাত্র কারণ এবং একাই সত্রি(য় আর বাকি সব কিছুই নি(্ি(য়। (স্টার্কেনবুর্গের কাছে এঙ্গেলস লিখিত চিঠি থেকে)।

সংস্কৃতির এই গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বি(্বায়নবাদীরা অবশ্যই সচেতন এবং সেই জন্যই তারা সংস্কৃতিকেও আত্র(মণের ল(্যস্থল করেছে।

যে উদ্দেশ্যে বিশ্বায়নবাদীরা সার্বভৌম শক্তি(গুলিকে আত্র(মণ করছে, মানুষের বাঁচার সংগ্রাম ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্যে তারা মানুষের সুস্থ সংস্কৃতিকেও কামানের মুখে দাঁড় করিয়েছে।তারা জানে, পুঁজির বি(্ববিস্তারের পথে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম শক্তি(যেমন একটি বাধা, সুস্থ সংস্কৃতিও তেমনি একটিবাধা, কেন-না অর্থ - রাজনৈতিক শক্তি(র মতো সংস্কৃতিও একটি বিশেষ শক্তি(। মানব সংস্কৃতির উপাদনগুলির দিকে তাকালেই এই শক্তি(কে উপলব্ধি করতে পারি। শি(া, বিজ্ঞান, শিল্প - সাহিত্য, সামাজিক আচার - আচরণ ইত্যাদিই সংস্কৃতির সর্বজন স্বীকৃত উপাদান। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির অগ্রগমনের ইতিহাসটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে মানুষ তার বাঁচার সংগ্রামে চিরকালই এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছে। এগুলির সাহায্যেই মানুষ তার বন্যাবস্থা ও বর্বর অবস্থাকে অতিত্র(ম করে সভ্যতার যুগে পদার্পণ করেছে। এই উপাদানগুলির সাহায্যেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। মনুষ্যসমাজে সংস্কৃতির উদ্ভব হয় কেন ? ---এই প্র(্বের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে শেষপর্যন্ত দেখতেপাই --- সমাজকে তথা মানুষকে র(া করার প্রয়োজনেই সাংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। শুধুমাত্র গায়ের জোরে বা সামরিক শক্তি(র সাহায্যে কোনো আর্থ - রাজনৈতিক সিস্টেমকে টিকিয়ে রাখা যায়না। ইতিহাসে তার ভুরিভুরি নজির রয়েছে। রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতেপারেননি ইংলন্ডের রাজা চার্লস, পারেননি ফ্রান্সের ষোড়শ লুই। ফ্যাসিবাদী সিস্টেমকে টেকাতেপারেনি হিটলার - মুসোলিনি ফ্রাঙ্কো। আসলে কোনো একটা আর্থ - রাজনৈতিক সিস্টেম টিকে থাকে তার পেছনে ব্যাপক গণমনের সমর্থন থাকলে। কাজেই জনগণের মানসভূমি একটা গু(ত্বপূর্ণ (ে্র--এই (ে্রেই সংস্কৃতির কর্ম(ে্র।

কাজেই বিশ্বের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে যায় অর্থনৈতিক ফায়দা তুলতে চায় মানব মনোভূমি যে তাদের আত্র(মণের অন্যতম ল(স্থল হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তারা জানে সুস্থ সংস্কৃতি মানুষকে জীবনসংগ্রামে প্রেরণা দেয়। মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি(যোগায়। তারা জানে জীবনধর্মী সংস্কৃতি মানবমনে জীবনধর্মী ইতিবাচক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এই সুস্থ মূল্যবোধ তাই বি(্বায়নবাদীদের ভীতির কারণ।

কথাটা পরিষ্কার করার জন্য এখানে মূল্যবোধের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কের বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। অনেকে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ কথা দুটিকে সমার্থক বলে মনে করেন, কিন্তু বস্তুত তা নয়। মূল্যবোধ বিষয়টা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অন্তর্গত হলেও মূল্যবোধ নিজেই সংস্কৃতির সবটা নয়। বলা যায় মূল্যবোধ নিজেইসংস্কৃতি নয়, সে সংস্কৃতির ফল। আবার অপরপ(ে সংস্কৃতি নিজে মূল্যবোধ নয়, সে মূল্যবোধের জনক। সংস্কৃতি কী? মানুষ সেই আদিম যুগ থেকে নিজেকে নিরন্তর সংস্কার করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এইটেই সংস্কৃতি। এই নিরন্তর সংস্কার কর্মটিকে চর্চা বলে অভিহিত করা যায়। এই চর্চার ফলে মানুষের মনে মাঝে মাঝে এক একটা বি(াস দানা বেঁধে ওঠে তাকেই মূল্যবোধ বলে অভিহিত করি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আমাদের দেশের সতীত্ব নামক মূল্যবোধটির কথা। এ মূল্যবোধ আকাশ থেকেও পড়েনি, একদিনেও জন্মায় নি। Polygamy ËïËß monogamy পর্যন্তএক দীর্ঘসময় ধরে সামাজিকপথ - পরিভ্র(মার শেষে এক সময়ে সতীত্ব বি(াসরূপে দানা বাঁধে। কেউ বলতেপারেন Polygamy ËïËß Monogamy পর্যন্ত পরিভ্র(মাটি আদৌ সাংস্কৃতিক চর্চা নয়, এটা অর্থনৈতিক ত্রি(য়া। যৌথ সম্পত্তি থেকে ব্যক্তি(গত সম্পত্তির উদ্ভব ও বিকাশের অর্থনৈতিক ইতিহাসেই এর প্রকৃতপরিচয় পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহ নেই কথাটি সত্য। অর্থনৈতিক ত্রি(য়াই মূল কথা, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, মূল্যবোধের মধ্যে বি(াসের একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতি আমাদের Monogamy - এর দিকে ঠেলে দিয়েছে মাত্র। এটা বিজ্ঞান । এর সঙ্গে বি(াস অবি(াসের কোনো সম্পর্ক নেই। নিউটনের Law of gravitation একটা বিজ্ঞান, আমি বি(াস করি বা না করি, আমি gravitation-এর অধীন। এই সূত্র ধরেই বলতেপারি যে যৌথ সম্পত্তি থেকে ব্যক্তি(গত সম্পত্তিতে সমাজের উত্তরণ এটা অর্থবিজ্ঞানের বিষয়। এই বিজ্ঞান আমাদের monogamy-এর দিকে ঠেলে দেয় মাত্র। বি(াসরূপে সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকপরে, এবং ইতিহাস খুললে দেখা যাবে সেখানে নারী - পু(ষ সম্পর্কের মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেমের ভূমিকাও এসে পড়েছে। এই অংশেই আমরা সংস্কৃতি চর্চা ও মূল্যবোধ গঠনের (েত্রে প্রবেশ করি।

এবার প্র(্ন হচ্ছে এই মূল্যবোধ ব্যাপারটাকে বি(ায়নবাদীরা এত ভয়ের চোখে দেখছে কেন?

দ্যাখে, মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা ও শক্তি(র জন্যে। মূল্যবোধ একদিনে তৈরি হয় না এবং একবার তৈরি হলে সহজে ভাঙেও না। যেমন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, জন্মভূমি সম্পর্কে এই মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে এদেশে ব্রিটিশ আসার বহু পূর্বে। অথচ দেখি ব্রিটিশ যুগে আমাদের ভাবরাজ্যে অনেক অনেক পরিবর্তনঘটেছে, কিন্তু জন্মভূমি সম্পর্কে এই মূল্যবোধের বিলোপ তো ঘটেইনি বরং স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মূল্যবোধ একটা চালিকা শক্তি(হিসাবে কাজ করেছে। আমাদের জাতীয় চেতনা - ভান্ডারে এই ধরনের যেসব ইতিবাচক জীবনধর্মী মূল্যবোধ আছে সেগুলির প্রতি বিশ্বায়নবাদ যারপরনাই বৈরীভাবাপন্ন, কারণ এইসব ইতিবাচক মূল্যবোধ সংগ্রামী মানুষের পুষ্টিসাধন করে। বি(ায়নবাদীরা এ ধরনের মানুষ চায় না। তারা কী ধরনের মানুষ চায়? তারা চায় এমন মানুষ যে প্রতিরোধ করে না, যেআত্মপর এবং ভোগবাদী, যে শুধু বিনোদনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে, মননশক্তি(যার পঙ্গু হয়ে গেছে, রাজনীতি ও ইতিহাসকে যে ঘৃণা করে, যে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, অমিত যৌনাচার ও হিংসার মধ্যে যে তৃপ্তি পায়। এই ধরনের মানুষ গড়তেপারলেই অক্লেশে লগ্নিপুঁজির বি(েবিজয় সম্পন্ন করা যায়।

এই মানুষ তৈরি করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা বি(েজোড়া ফাঁদ পেতেছে। এই ফাঁদের দুটি স্তর, প্রথমটা আর্থ - রাজনৈতিক স্তর, দ্বিতীয়টা (কু) সংস্কৃতির স্তর। আর্থ - রাজনৈতিক স্তরে তাদের প্রচেষ্টাকে 'Camouflage' আখ্যা দেওয়া যেতেপারে।

এই স্তরে তারা বি(ের সামনে একটা মিথ্যা রঙিন স্বপ্নকেপাদ - প্রদীপের সামনে নিয়ে এসেছে। এই স্বপ্ন হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রের বদলে এক অখন্ড বি(েরাষ্ট্রের ধারণা। বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ ধারণা। কিন্তুএই বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যা করছে, সেদিকে নজর দিলে স্বতই তাদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠি। সন্দেহ হয় তখনই যখন দেখি বহুজাতিকপুঁজির আপন দেশগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্রের বদলে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টা নেই, বিশ্বরাষ্ট্রের ফতোয়া কেবল পুঁজিগ্রহীতা অনুন্নত বা উন্নয়শীল রাষ্ট্রগুলির বেলায়। অর্থাৎ বহুজাতিকপুঁজির রাষ্ট্রগুলিকে শক্তি(শালী করে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বকে সংহার করারনামই বিশ্বরাষ্ট্র গঠন!

এই গেল এদের আর্থ - রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। এবার আসছে (কু) সংস্কৃতিগত চেষ্টার দিকের কথা। এই বিভাগে চলছে মানুষের মনের উপর দখল নেবার (অপ) চেষ্টা। ব. দ. সহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলি হচ্ছে এই দিককার হাতিয়ার। এখানে সাতখানা করে বলার বোধকরি বিশেষ কিছু নেই কেননা এই হাতিয়ারের অনিষ্টকারী প্রভাবের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। জনৈক লেখকের ব.দ. হয়েছে। এর অর্থ মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরের সাম্রাজ্যবাদের 'Class Room' খোলা হয়েছে এবং এই শি(াদান চলছে 'Round the clock' । লেখক সত্যকথাই লিখেছেন। এক - মে(বি(ে এখন সাম্রাজ্যবাদের পান্ডাদেরই আধিপত্য, অতএব তারা বৈদ্যুতিক মাধ্যম মারফত ঢালাওভাবে মিথ্যা সংবাদ, নগ্নতা, কুৎসিত যৌনাচার, হিংসা, এককথায় যে সমস্ত বিধ্বংসী প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করলে সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় সেই প্রবৃত্তিগুলির অবিরাম দৃশ্যায়ন তারা করে চলেছে। এই Class Room -এর প্রদত্ত শি(া যাতেপাকাপাকি ভাবে মানুষের মগজে শিকড় গেড়ে বসতেপারে তারজন্যে এরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে। এই মাধ্যমের সবচেয়ে বড় গুণ হল এটি audiovisual মাধ্যম, কানে যা শুনছি চোখে ও তাই দেখছি অতএব দুটো ইন্দ্রিয় দিয়ে শি(ার বিষয় যুগপৎ আমাদের মগজে ছাপ দিচ্ছে। সুশি(া হলে এর ফল যত ভালো হত কুশি(া হলে তার ফল ঠিক ততটাই অনিষ্টকর হবে। এর উপরে আবার এই audiovisual শি(াকে অহোরাত্র চালু রাখা হয়েছে। রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে ব. দ. খুললেও হয় কোনো সিনেমায় দেখবেন নৃশংস হত্যাকান্ড আর নয়তো বিবসনার নির্লজ্জ নৃত্য। একে audiovisual তাতে অহোরাত্র, একে মনসা তাহে ধুনোর গন্ধ!

এই বৈদ্যুতিক মাধ্যম কোনো রাষ্ট্রসীমা মানছে না, তাই সারা বি(েকে একভাবে ভাবিত করার সম্পূর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছে এবং এই সুযোগের ষোলআনা সদ্ব্যবহার তারা করছে। মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করার কোনোসুযোগই এরা ছাড়তে নারাজ। উদাহরণস্বরূপ গণমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। খরিদ্দারের কাছে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেবে, ব্যাপারটা বিশুদ্ধ ইনফরমেশন, কিন্তু সেখানেও তারা পর্ণোগ্রাফিক্ এন্টারটেনমেন্ট চালু করেছে, এই ধরনের ইনফরমেশনকে এখন ইনফোটেইনমেন্ট, আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইনফরমেশনের সঙ্গে এন্টারটেনমেন্ট জুড়ে একটা হাঁসজা(তৈরি করেছে। আবার শুধু এন্টারটেইনমেন্টই নয়, বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেও তারা তাদের Class Room Education -এর কাজও চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নবাদী বিজ্ঞাপন - বিশেষজ্ঞরা বলছেন -- আমরা শুধু বিজ্ঞাপনই দিই না, 'we sell a concept too' । অর্থাৎ পণ্যবিত্রি(র সঙ্গে তারা একটা ভিন্ন ধরনের লাইফ-স্টাইলের ছবিও বিত্রি(করেন। ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ যে লাইফ - স্টাইল সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় পূরণের সহায়ক হবে সেই লাইফ - স্টাইল। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে ঃ একটা বড় কোম্পানি, তারা কোটপ্যান্ট তৈরির গরম কাপড় বিত্রি(করে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁরা দেখাচ্ছেন একটি ব্যক্তি(ত্বহীন লোক অফিসে কিংবা মহিলা মহলে বিশেষ কলকেপাচ্ছে না, কিন্তু সে যখনই উত্ত(কোম্পানির কাপড়ের তৈরি স্যুটে ভূষিত হল তখনই তার ব্যক্তি(ত্ব অফিসে এবং মহিলা মহলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হল। তার জীবনের মোড়ই ফিরে গেল। মানুষের অন্তরঙ্গ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশকে সাধারণত আমরা ব্যক্তি(ত্ব বলে থাকি। বহিরঙ্গ পোশাকের ঠাটে যে ব্যক্তি(ত্বের ভান, আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে তাকে সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সঙ্গে তুলনা করে ঠাট্টা করা হয়েছে, বলা হয়েছে তাবৎ চ শোভতে যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে ব্যক্তি(ত্বের ছবি দেখেছি. সে ব্যক্তি(ত্বের স্ফুরনের জন্য তাঁকে পোশাকি ঠাটের আশ্রয় নিতে হয়নি, সামান্য ধুতি চাদরে আবৃত হয়েও তাঁর অসামান্য ব্যক্তি(ত্ব অনেক ইংরাজের শ্রদ্ধাকর্ষণ করেছিল। এই বিদ্যাসাগরীয় ইমেজের ঠিক উলটো ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় সাম্রাজ্যবাদী পাটোয়াররা কেননা আজকের দিনে বিদ্যাসাগরীয় ব্যক্তি(ত্ব সাম্রাজ্যবাদের পে(নিরাপদ নয়, তাদের এখন প্রয়োজন লম্বশাটপটাবৃত কিছু মূর্খের।

শুধু এই ব্যক্তি(ত্বের ব্যাপারেই নয়, সামগ্রিকভাবেই বি(ায়নবাদীরা এই সুন্দর পৃথিবীর সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতির পালটা একটা মারণধর্মী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এদের প্রচেষ্টা সফল হলে নিঃসন্দেহে শুধু সভ্যতাই নয় গোটা মানবতাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু...

কিন্তু প্র্ন হচ্ছে এরা কি শেষ পর্যন্ত সফল হবে? এত করেও কি তারা মানুষের মনোভূমিতে দখল নিতে পেরেছে ?
শুধু জর্জ বুশের মুখের দিকে কিংবা ব্লেয়ারের ল্যাজের দিকে তাকালে এ প্র্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তাকাতে হবে বাকি পৃথিবীর দিকেও, তাকাতে হবে সিয়েট্ল থেকে নাইসের দিকে, দাভোস, প্রাগ, জেনোয়া, এমন কি ওয়াশিংটনের জনতার দিকেও। ডিসেম্বর ১৯৯৯, সিয়েট্লে সমবেত WTO Summit -এর কর্তারা ভয়ার্ত চোখ মেলে দেখেছিলেন বি্নায়ন বিরোধী ল(ল(মানুষের সত্রি(য় অবরোধ। সেই থেকে বি্নায়নবাদীদের সম্মেলনগুলিকে তাড়া করে ফিরছে বি্নজনতার Spectre ! এই প্রতিবাদী আন্দোলনে ত্র(মবর্ধমান হারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ অংশ গ্রহণ করছেন। এক সিয়েট্লেই রাস্তায় নেমেছে পঞ্চাশ হাজার মানুষ, ইতিপূর্বে এ দৃশ্য দেখা যায়নি । এই জনসংখ্যা ত্র(মবর্ধমান। যেদিন বি্নায়নবাদীরা শ্রমিকসন্তান কার্লো গিউলিয়ানিকে গুলি করে হত্যা করল তার পরের দিনই জেনোয়ার রাস্তায় নামল ৩০০,০০০ প্রতিবাদী মানুষের ঢল। মানব মনে সাংস্কৃতিক দখল কায়েম করার নমুনাই বটে ! বি্নায়নী সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত নির্গত হল বন্দুকের নল থেকে?
এ আলোচনার উপসংহারে একটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত করছি -- সাম্রাজ্যবাদীরা আজ যে একমে(বি্নের স্লোগান তুলছেন তার কি কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে ? এটা কি বৈজ্ঞানিক সত্য ? না-কি সোনার পাথর বাটি ? এ মহাবি্নে, এই সুমে(- কুমে(-র পৃথিবীতে এক - ম(কিছুর অস্তিত্ব কি সত্যই সম্ভব ? ইস্কুলের ছেলেরাও জানেNorth – South Pole বিশিষ্ট একটি ম্যাগনেটকে কেটে দুখন্ড করলেই দুটো Single Pole টুকরো হয়না। দুখন্ড করলে সঙ্গে সঙ্গেই স্বতন্ত্র খন্ডদুটিতে আবার নতুন করে 'ত্ব' — 'ত্র' তৈরি হয়ে যায়। আজকের পৃথিবীতেও তাই হয়েছে। সোভিয়েতের অনুপস্থিতিতে একমে(বি্নের কল্পনায় বুঁদ হয়ে বিশ্বায়নবাদীরা দেখতে পাচ্ছেন না যে ইতিমধ্যেই সিয়েট্ল থেকে নাইসের রাজপথে অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষের ঢলে আর একটা বিশাল মে(ধীরে ধীরে জেগে উঠছে এবং পাল্টা স্লোগান তুলছে 'Viva Carlo'।